OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 458 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 458 - 467
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নারীবাদী তত্ত্বের আলোকে মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা

ড. সুবীর বসাক
সহযোগী অধ্যাপক
অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, অমরপুর, গোমতী, ত্রিপুরা।
Email ID: subir.bangla@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Postmodern theoretical landscape, Feminist theoretical approaches, Matriarchal civilization, Power relations, Construction of female gender, Advocate for equal rights, Patriarchy, Mallika Sengupta's poetry.

Abstract
Within the realm of postmodern theory, feminism constitutes a significant theoretical paradigm. Consequently—much like in other branches of the humanities—it is being extensively applied in the field of literary criticism. It was during the latter half of the twentieth century that feminism found the space to evolve into a distinct theoretical framework within the modern intellectual landscape. In tracing the trajectory of civilizational evolution, it is often hypothesized that, in the primordial era, women occupied an autonomous position; this is attributed to the fact that, within matriarchal societies, women held rights over agriculture and material resources. However, with the advent of feudal civilization, women gradually forfeited their inherent rights, becoming reduced to mere possessions of men. Even within capitalist social structures, women failed to attain the liberation they so ardently sought. Over time, they became increasingly marginalized. Feminist literary theory seeks not only to explore the ancient heritage of matriarchal civilizations but also to illuminate the contemporary status of women. Consequently, such discourse inevitably brings to the fore the power dynamics between women and entrenched patriarchy, the marginalized status of women, and the processes through which gender identities are socially constructed. This article examines the practical application of feminist theoretical principles within the poetry of Mallika Sengupta.

Feminist themes feature prominently in Mallika Sengupta's poetry; indeed, it would be more accurate to state that she has, in various ways, artistically constructed the theoretical essence of feminism within her verse. While endeavoring to expose the true plight of women within a patriarchal social order, she simultaneously sought to tear apart the oppressive web of patriarchy itself. She remained committed to this mission throughout her entire poetic career—from her earliest compositions until her final days. This commitment constituted the declared guiding principle of her poetic practice. Consequently, she viewed herself—and portrayed herself in her poetry—as an "advocate for equal rights." This advocacy for equality was directed less toward economic disparities and more toward combating gender-based discrimination. Championing the cause of equal rights for men and women on

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 458 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

*a global scale served as the foundational mantra—the very *bijamantra*—of her poetic endeavor. In assessing the status of women, Mallika Sengupta remained entirely free of bias; her poetry bears no trace of prejudice based on religion, caste, class, or political, economic, or social affiliations. To her, the world comprised but a single fundamental division: that between men and women. Whether it was the lament of a young woman from an elite, upper-class family or the cry of a girl residing in a slum, both resonated with equal significance in her eyes. Her struggle was, fundamentally, a struggle for the attainment of women's autonomy. Yet, this does not render her a misandrist; rather, her animosity is directed squarely against the systemic institution of patriarchy. Her protest is directed against the patriarchy that, having solidified into an immutable monolith, has overshadowed human consciousness. The primary objective of this essay is to examine the feminist strains evident in the poetry of Mallika Sengupta.*

Discussion

নারীবাদী তত্ত্বের আলোকে মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা বিশ্লেষণের পূর্বে নারীবাদের তাত্ত্বিক রূপটি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ আধুনিকোত্তর তত্ত্ববিশ্বে নারীবাদ শুধু কথার কথা নয়, তা একটি বলিষ্ট সাহিত্যিক প্রস্থান হিসেবে গৃহীত হচ্ছে। আধুনিকোত্তর তত্ত্ববিশ্বে যেহেতু কোনো কিছুই চূড়ান্ত নয়— তাই নারীবাদ সম্পর্কেও চূড়ান্ত কিছু বলা সম্ভব নয়। সময়ের সাথে সাথে তত্ত্বটির প্রসারতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই তত্ত্ব একদিকে যেমন গরিমামন্ডিত প্রাচীন ঐতিহ্য তথা মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় লুকিয়ে থাকা নারীর স্বাধীনতার অনুসন্ধান জারি রাখে; তেমনি তা বর্তমান সময়ের নারীর অবস্থানকেও মূল্যায়ন করে। পাশাপাশি এই দুই অবস্থানের মধ্যে ছিন্ন হওয়া সূত্রটিও তার অনুসন্ধানের বিষয়।

মানব সভ্যতা শিকারী সংগ্রাহক সভ্যতা থেকে যখন কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় পদার্পণ করেছিল সেই আদিলগ্নে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। অনুমান করা হয় পুরুষেরা শিকার ও সংগ্রাহকের ভূমিকা পালন করেছিল, আর নারীরা বীজ বপণ তথা কৃষিসম্পদ বিকাশের উপায় আবিস্কার করেছিল। কৃষিকাজের জ্ঞান থাকার দরুন উৎপাদিত ফসল ও কৃষি জমিতে নারীরই অধিকার ছিল। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে তাই নারীই অগ্রণী ভূমিকা নিত। কিন্তু সভ্যতা যখন পুরোপুরি শিকারী সংগ্রাহক সভ্যতা থেকে কৃষিনির্ভর সভ্যতায় পদার্পণ করলো তখন থেকেই ধীরে ধীরে সমস্যার শুরু। উদ্‌বৃত্ত সম্পদের অংশীদারত্বের হেতু শাসক, ধর্মযাজক ইত্যাদি সম্প্রদায় তৈরি হতে শুরু করলো। ফলে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা, যার শুরুটা হয়েছিল নারীদের দ্বারা তা ধীরে ধীরে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পদার্পণ করলো। সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতায় পদার্পণের সাথে সাথেই শুরু হল নারীর অবস্থানের অবনমন প্রক্রিয়া। ধীরে ধীরে তার স্থান হল অন্তঃপুরবাসিনী। আর ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ফলে পুরুষ তাকে নানাভাবে শৃঙ্খলায়িত করলো। একারণেই ফ্রেডরিক এঙ্গেলস বলেছেন—

> "মাতৃ অধিকার উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়।"[১]

ফরাসী বিপ্লবের কাল থেকেই নারী অধিকারের কথা নানাভাবে উঠে এলেও এটি একটি তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এ বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল - সিমোন দ্য ব্যোভেয়ার-এর লেখা দ্য সেকন্ড সেক্স গ্রন্থটি। এরপরে মেরি এলম্যান, কেট মিলেট, আমাদের গার্গী চক্রবর্তী স্পীভাক প্রমুখেরা নানান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তত্ত্বটিকে একটি শক্তিশালী ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে আজকে নারীবাদ সমগ্রবিশ্বে একটি শক্তিশালী তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজকে তার বিস্তার এতোটাই যে আজ তা পোস্টমর্ডান, পোস্ট কলোনিয়ালিজম, রীডার রেসপন্স, ইকো ক্রিটিসিজম তথা সাহিত্য বিশ্লেষণের উপাত্ত হয়ে উঠেছে।

নারীবাদী তত্ত্বের মূল আলোচনায় যাবার আগে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, নারী মাত্রই যে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুসরণ করবেন এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। দ্বিতীয়ত সব নারী লেখাই যে সবসময় সংগঠিত পুরুষতন্ত্রের বিরোধী হবে এমনটাও মোটেই নয়। যাইহোক, নারীবাদ তত্ত্বটি মূলত তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেয়— ইতিহাসের কল্পনা,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 458 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ক্ষমতার সম্পর্ক এবং প্রান্তিকতা। উপরের আলোচনায় আমরা ইতিহাসের স্বাধীন অবস্থানের নারীর পশ্চাৎপসারণের বিষয়টি আলোচনা করেছি। এখন আমরা ক্ষমতার সম্পর্কের বিষয়টি দেখে নিতে চাই।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষমতার কেন্দ্রটি গিয়ে উঠেছিল সংগঠিত পুরুষতন্ত্রের কাছে। পুরুষেরাই তখন অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। অন্যদিকে ক্ষমতা ও অর্থনীতির কেন্দ্র থেকে পিছিয়ে পড়ার দরুন নারী হয়ে পড়েছিল একান্তভাবে পুরুষনির্ভর। পুরুষ তাকে নানা অনুসাশনের বেড়ায় আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রাখলো। এই চিত্র কি শুধু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার? ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কি এর থেকে পৃথক? আজকেই এই পুঁজিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থের দিকে তাকালে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতেই পারে নারীর অবস্থান বোধহয় অনেক স্বাধীন কিন্তু আদপে তা নয়। সেখানেও রয়েছে অনেক কূটাভাস। পুঁজিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানকে অনেকটা শ্রমিকের অবস্থানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। পুঁজিবাদী বিশ্ব নারীকে আপাতভাবে ঝলমলে নিওন আলোর নিচে দাঁড় করিয়ে দিলেও এর পিছনে রয়ে গেছে পুঁজিবাদের স্বার্থসিদ্ধি মুনাফার ব্যাপারটি। টেলিভিসনে চোখ রাখলেই যে বিজ্ঞাপণগুলি ভেসে ওঠে তার অধিকাংশই নারীকে দিয়ে বানানো এবং আদি ও অকৃত্রিম পুরুষের লালসার দৃষ্টি দিয়ে বানানো। আসলে এখানে মূল উদ্দেশ্য নারী স্বাধীনতা নয় বরং বাজার অর্থনীতি। ফলত দেখা যাচ্ছে পুঁজিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় নারী স্বাধীনতা আসলে ছদ্মস্বাধীনতা। সংগঠিত পুরুষতন্ত্রের থেকে নারীর অবস্থান এখানেও প্রান্তিক— আমরা ও ওরা। এই প্রান্তিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে নারীকে তার ফিরে দেখা অতীতের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। জ্বাজল্যমান এই সমস্যাগুলিকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেন নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা।

নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা মনে করেন ইতিহাসের প্রবহমানতায় নারী প্রান্তিক অবস্থানের পশ্চাতে রয়েছে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনহীনতা। নারীবাদীরা তাই নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পরামর্শ দেন। যদিও আমরা দেখি সংগঠিত পুরুষতন্ত্র কোনোভাবেই অর্থনৈতিকভাবে নারীকে স্বাধীন হতে দিতে চায় না। কারণ অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হলে পুরুষ তার উপর শাসন চালতে পারবে না। সাহিত্যের অনেক উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে পুরুষতন্ত্র অর্থনৈতিকভাবে কখনোই নারীকে স্বাধীন হতে দিয়ে চায় না। কিন্তু সমস্যা এখানেই শেষ নয়। দেখা যায় পুরুষতন্ত্র সর্বদাই নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। এটি কোনো একক প্রক্রিয়া নয়। জাতি, ধর্ম, শ্রেণি, অবস্থান ইত্যাদি নানাভাবে এই আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। বিষয়টি বোঝার জন্য নারীবাদীরা সামনে আনেন লিঙ্গ রাজনীতির তত্ত্বকে।

একটি নারী অর্থাৎ যে কখনো পুরুষ নয়। অর্থাৎ নারীর পরিচয় দুইভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রথমত তার দৈহিক অবস্থান, এবং দ্বিতীয়ত তার লিঙ্গগত অবস্থান। দৈহিকভাবে পুরুষ হয়তো নারীর থেকে একটু এগিয়ে। কিন্তু এই সামান্য পার্থক্যের কারণে পুরুষ ডোমিন্যান্টের কেন্দ্রে রয়েছে এমনটা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ পুরুষদের মধ্যেও অনেকে আছেন শারীরীকভাবে কিছুটা দূর্বল। তাদের ক্ষেত্রে তো সমস্যা নেই। এখানেই আসে লিঙ্গ-রাজনীতির কথা। একটি নারী তার বিশেষ নারীদেহ নিয়েই জন্মায় এবং বড়ো হয়। কিন্তু সংগঠিত পুরুষতন্ত্র ধীরে ধীরে তার উপর চাপিয়ে দেয় তার লিঙ্গগত পরিচয়। পারিপার্শ্ব, পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া সর্বত্রই প্রতি পদক্ষেপে নারীর লিঙ্গগত নির্মাণ প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। পুরুষতন্ত্রের তৈরি এই দূর্ভেদ্য বর্ম যদি কোনো নারী স্বীকার করে নেয় তবে সে সমাজের চোখে ভালো মেয়ে হিসেবে মান্যতা পায়, আর যদি তা না হয় তবে সে খারাপ মেয়ে। এইভাবে আমৃত্যু নারীলিঙ্গ নির্মাণ প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। আর বাধ্য হয়ে নারীকে এই অবস্থান মেন নিতে হয়। নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা নারীর এই অবস্থানকেই তুলে ধরেন।[২] এবারে কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের জীবন ও সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তাঁর কবিতায় নারীবাদী ভাবনার প্রতিফলন সম্পর্কে আলোচনা করবো।

মল্লিকা সেনগুপ্তের জন্ম ২৭ মার্চ ১৯৬০ কলকাতায়। তিনি ছিলেন সমাজ তত্ত্বের অধ্যাপক। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল বাংলা উপন্যাসে বিবাহ বিচ্ছিন্ন নারীদের উপস্থাপনার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। পেশা ছিল অধ্যাপনা। মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় নারীর অধিকার, সামাজিক বৈষম্য, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা এবং মিথ, পুরাণ ও ইতিহাসের বিনির্মাণ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘চল্লিশ চাঁদের আয়ু’ (১৯৮৩)। তিনি তখন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যোসিওলজির ছাত্রী। বইটি সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 458 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "একটি কৃশকায় কবিতার বই আমার ভাল লেগেছে, কবিকে আমি চোখেও দেখিনি, বইটির নাম 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু', আর কবির নাম মল্লিকা সেনগুপ্ত।"[৩]

মোট ২৯টি কবিতার একটি সংকলন এটি। প্রথম কবিতার বইতেই অনুভব করা যায় তিনি বাংলা কবিতার দেশে হারিয়ে যাবার জন্য আসেননি। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'সোহাগ শর্বরী' (১৯৮৫), 'আমি সিন্ধুর মেয়ে' (১৯৮৮), 'হা ঘরে ও দেবদাসী' (১৯৯১), 'অর্ধেক পৃথিবী' (১৯৯৩), 'মেয়েদের অ আ ক খ' (১৯৯৮), 'কথা মানবী' (১৯৯৯), 'দেওয়ালির রাত' (২০০১), 'আমরা লাস্য আমরা লড়াই' (২০০১), 'পুরুষকে লেখা চিঠি' (২০০২), 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' (২০০৫), 'আমাকে সরিয়ে দাও, ভালোবাসা' (২০০৬), 'ও জানেমন জীবনানন্দ, বনলতা সেন লিখছি' (২০০৮), 'বৃষ্টি মিছিল বারুদ মিছিল' (২০০৯) ইত্যাদি। ২৮ মে ২০১১ কবির প্রয়াণ ঘটে। স্বামী সুবোধ সরকারের সম্পাদনায় ২০১২ সালে আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় মল্লিকা সেনগুপ্তের 'কবিতা সমগ্র'। গ্রন্থটির ভূমিকায় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

> "আমার কোনও সংকলন গ্রন্থের ভূমিকা লিখবে মল্লিকা সেনগুপ্ত সেটাই তো ন্যায্য ও স্বাভাবিক। আবার মল্লিকার কোনও রচনা সংকলনে আমি কিছু কথাব বলব সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু আমাকে লিখতে হচ্ছে মল্লিকার রচনাসমগ্রের ভূমিকা, এটা এখনও আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। রচনাসমগ্র? তার মানে কি মল্লিকা আর লিখবে না? সত্যিই মল্লিকার আর কোনও নতুন রচনা প্রকাশিত হবে না, এটাই একটা নির্মম সত্য। বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে আরও সমৃদ্ধ করার যোগ্যতা ছিল মল্লিকার, কিন্তু সে তার সময় পেল না।"[৪]

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় নারীবাদের কথা এসেছে, বলা ভালো নারীবাদের তাত্ত্বিক রূপটিকেই তিনি নানাভাবে তার কবিতায় নির্মাণ করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রকৃত অবস্থানের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি পুরুষতন্ত্রের জালটিকেও ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছেন। প্রায় কবিতার রচনার শুরু থেকে আমৃত্যু তিনি এই কাজটি করেছেন। কবিতা রচনায় এটিই ছিল তাঁর ঘোষিত নীতি। কবিতায় তাই নিজেকে 'সমাধিকার কর্মী' মনে করেছেন। এই সমানাধিকার অর্থনৈতিক ভাবনার পক্ষে ততটা নয়, যতটা লিঙ্গ বৈষম্যের পক্ষে। বিশ্বব্যাপী নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলাই ছিল তাঁর কবিতার রচনার বীজমন্ত্র। 'আমার কবিতা আগুনের খোঁজে' (কাব্যগ্রন্থ : 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে') কবিতায় খোলাখুলিভাবেই ঘোষণা করেন—

> "আমার কবিতা অসহায় যত পাগলি মেয়ের প্রলাপ
> আমার কবিতা পোড়া ইরাকের ধ্বংসে রক্ত গোলাপ
> কবিতা আমার মেধা পাটকর
> শাহবানু থেকে গঙ্গা
> আমার কবিতা অলক্ষ্মীদের
> বেঁচে থাকার সঙ্গা।"[৫]

উল্লেখিত চিহ্নায়ক খচিত বাচনটিই শুধু নয়, আরও অনেক কবিতায় নারীবাদী ভাবনাকে কবিতায় আধেয় করার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সুস্পষ্ট অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন। কবিতা রচনার পথ ও পরিধি সম্পর্কে কোনও কবির সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য অবস্থান তাকে বিষয় নির্বাচনে দৃঢ়তা দেয়। ফলে মূল ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিশ্ব বিস্তৃত উপাদানগুলি থেকে প্রয়োজনীয় নির্বাচনের প্রক্রিয়াটিকে ছাড়াই-বাছাই করা সহজ হয়ে যায়। নারীবাদী তত্ত্ববিশ্বকে সামনে রেখে কবিতার বিষয় নির্বাচনে মল্লিকের সেনগুপ্ত কয়েকটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন। মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতাবিশ্বে নারীবাদের যে কয়েকটি বিষয় প্রধান হয়ে ওঠে সেগুলি হল—

এক. মিথ-পুরাণের বিনির্মাণ,
দুই. ইতিহাসের বিনির্মাণ,
তিন. বিশ্ব মানব-মানবী, মনীষী ও কিংবদন্তি চরিত্র বিশ্লেষণ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 458 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চার. লোকঐতিহ্য ও জনশ্রুতির বিশ্লেষণ
পাঁচ. সমসাময়িক ঘটনাবলী পশ্চাতে নারীবাদী অবস্থান নির্ণয়

এছাড়া আরও অন্যভাবে তাঁর কবিতায় নারীবাদী তত্ত্বের উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তথাপি আমরা এই সোজা ও চাক্ষুষ পথটিকেই গ্রহণ করছি, কারণ এক্ষেত্রে কবিতার বিষয়গুলিকে শ্রেণিকরণ করা সহজসাধ্য হয়। এবারে প্রত্যেক শ্রেণির কয়েকটি কবিতাকে উপাত্ত ধরে আলোচনায় অগ্রসর হব।

আলোচনার প্রথম উপাত্ত মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় মিথ-পুরাণের বিনির্মাণ। ঐতিহ্যগত কোন নির্মাণ ক্রিয়া ভিন্ন আয়ামে পুনঃনির্মাণ, বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক জনপ্রিয় বিনির্মাণ প্রক্রিয়াগুলিতে ব্যবহৃত অর্থনৈতিক ও শ্রেণিগত অবস্থানের পরিবর্তে লিঙ্গগত অবস্থানের ধারণা থেকেই মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর কাজগুলি করেছেন। তাঁর অজস্র কবিতায় মিথ-পুরাণের বিনির্মাণ প্রক্রিয়া সাধিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কিছু কবিতা উল্লেখ করা হল— 'কুরুক্ষেত্র', 'আম্রপালি', 'পান্ডুর পুত্রাকাঙ্ক্ষা', 'দ্রৌপদীর স্বামীরা', 'দ্রৌপদীজন্ম', 'গঙ্গাজন্ম', 'মাধবীজন্ম', 'খনাজন্ম', 'মহাভারত', 'আমাদের জন্মকথা', 'পান্ডুর মৃত্যু', 'বেহুলা', 'আমার দুর্গা', 'ভোটার মেয়ের বারোমাসা' ইত্যাদি।

'আম্রপালি' কবিতাটি 'হা ঘরে ও দেবদাসী' কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। ভগবান বুদ্ধ আম্রপালি কাহিনি ভারতীয় উপমহাদেশের একটি বহু প্রাচীন আধ্যাত্মিক আখ্যান, যা বুদ্ধের শেষ জীবনের সাথে জড়িত। আম্রপালি ছিলেন ভারতের লিচ্ছবি রাজ্যের রাজধানী বৈশালীর একজন নর্তকী। অত্যন্ত রূপবতী, বিদুষী ও জনপ্রিয়া। একদা গৌতম বুদ্ধ বৈশালী নগরে উপনীত হলে তিনি বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানান যেন ভগবান তার আম্রকাননে ভোজন গ্রহণ করেন। অন্যদিকে বৈশালীর বিত্তশালী অভিজাতবর্গরা গৌতম বুদ্ধকে আমন্ত্রণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল, সেজন্য তারা আম্রপালির সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধ আম্রপালির কাননে ভোজন গ্রহণ করে তৃপ্ত হন। ভোজন শেষে আম্রপালি নিজ হাতে বুদ্ধের পাত্রে জল ঢেলে তার আম্রকানন সংঘকে উৎসর্গ করেন। কিংবদন্তি অনুসারে এই ঘটনার পরে আম্রপালি জাগতিক সব বন্ধন ছিন্ন করে বুদ্ধের কাছে ভিক্ষুণী হিসাবে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভারতীয় মিথের এই চরিত্রটিকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। ইতিহাসের রক্তক্ষয়ী ষড়যন্ত্র থেকে বৈশালীর আম্রপালি পুরুষতান্ত্রিক লালনার ষড়যন্ত্রে পড়ে যাওয়া একজন অসহায় নারী হয়ে ওঠেন—

"অন্ধকারে কালো কাপড় পরে
আম্রপালি পালিয়ে যায় বলিদ্বীপের খাঁজে
পেছনে তার সাংবাদিক, গুপ্তচর আর
গণসভার লোলুপ আততায়ী।"[৬]

আম্রপালি এই অবস্থার পিছনে রয়েছে পুরুষতন্ত্রের তৈরি করা 'চোরাবালি'র ফাঁদ। যে পঞ্চায়েত ও গ্রামের মানুষ তাকে নষ্ট মেয়ে বলে সমাজ থেকে বিতাড়িত করতে চাইছে, সেই সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। ফলে 'নগরনটী' হওয়া ছাড়া আম্রপালি আর কিছুই করার থাকেনা। এই অসহায়তা বর্তমান কালেও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। ফলে আম্রপালি ঐতিহাসিক উপাদান সমন্বিত একটি দৃঢ় নারীবাদী বয়ান হয়ে ওঠে।

'কথামানবী' কাব্যের সবকয়টি কবিতাতেই নারীর ভাষ্য নির্মাণের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় পৌরাণিক চরিত্রের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে সমসাময়িক কিছু বীরাঙ্গনা নারীর বীরত্বের আখ্যান। দ্রৌপদী, গঙ্গা, মাধবী, খনা, রিজিয়া ইত্যাদি মিথলজিক্যাল চরিত্রের পাশাপাশি এসেছে মেধা পাটকর, মালতি, শাহবানুষদের কথাও। ইতিহাস, পুরাণ ও সমকালীন বীরাঙ্গনাদের মিলিত আখ্যান হয়ে উঠেছে 'কথামানবী' কাব্যটি। কাব্যটির 'নান্দীমুখ' অংশে কবি তাই লিখেছেন—

> "আমি কথামানবী। ঋগ্বেদ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত আমার বিচরণকাল। ইতিহাসের ছাই এবং ভস্মের মধ্যে নারী নামক যে আগুন চাপা পড়ে আছে, আমি তারই ভাষ্যকার। আমি আগুনের আত্মকথন। আমি কান্না পড়ি, আগুন লিখি, নিগ্রহ দেখি, অঙ্গার খাই, লাঞ্ছিত হই, আগুন লিখি। এই আগুন বেদনার, প্রতিবাদের, আত্মমর্যাদার, ভালোবাসারও। আগুন মরে গেলে মানুষ মরে যায়।"[৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 458 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'দ্রৌপদীজন্ম' কবিতায় আধুনিক নারীর দৃষ্টিতে দ্রৌপদীর বিরুদ্ধে সংঘঠিত অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন তিনি। 'গঙ্গাজন্ম' কবিতায় গঙ্গাকে তুলে ধরেছেন একজন স্বাধীন, মুক্তচেতা নারী হিসাবে। যিনি স্বাধীনতায় পুরুষতন্ত্রের হস্তক্ষেপকে কোনভাবেই স্বীকার করেননি। ঐতিহাসিক চরিত্র রাজিয়া সুলতান-এর কথা এসেছে 'রিজিয়াজন্ম' কবিতায়। যিনি ছিলেন সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা এবং ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা শাসক। রাজিয়ার অসীম সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতি, প্রেম এবং তার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রের মধ্যে মল্লিকা সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন যুগ যুগ ধরে পুরুষতন্ত্রের বেড়াজালে নারীদের অবদমনের কারণটি। এ বিষয়ে তার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'খনাজন্ম' কবিতাটি।

ভারতীয় মিথের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলেন খনা। তিনি বাংলার লোকসংস্কৃতি, কৃষি ও জ্যোতিষ বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত এক কিংবদন্তি চরিত্র। তার উপদেশ বাণী 'খনার বচন' আবহমান কাল ধরে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে। ঐতিহাসিক সূত্রগুলি থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরের পুত্রবধূ। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। একদা রাজসভায় খনা বরাহমিহিরকে বিতর্কে পরাজিত করলে পুরুষতান্ত্রিক কায়দায় বরাহমিহিরের নির্দেশে খনার জীভ কেটে নেওয়া হয়েছিল। এই নৃশংস ঘটনাটি ইতিহাসে নারীকে পদদলিত করে রাখবার এক করুণ উদাহরণ। মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতাতে খনা তাই হয়ে ওঠেন নারীবাদী আন্দোলনের প্রতীক স্বরূপ। প্রতিবাদী কণ্ঠে কবি বলেন—

"এই সভ্য বঙ্গদেশে
নারীর মুখশ্রী বড় পরাধীন
ঠুনকো, ভঙ্গুর, বড় অসহায়
আমার মুখের বুলি
আমার কলম কালি
ছিঁড়ে নিতে চায় বঙ্গদেশ।"[৮]

এইভাবে পৌরাণিক চরিত্র, কখনো ঘটনাবলী অন্বয়ী বা অনন্বয়ীভাবে নারীবাদের ভাষ্য হয়ে উঠেছে মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায়।

নারীবাদের ভাষ্য নির্মাণে মিথ-পুরাণের পাশাপাশি ইতিহাস থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। শিকারি-সংগ্রাহক সভ্যতা থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পদার্পণের মধ্যেই নারীর ঐতিহাসিক পরাজয়ের কথা নিহিত রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও নারীদের অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। আসলে ইতিহাসের চাকা গড়িয়েছে কিন্তু নারীর মুক্তি ঘটেনি। ইতিহাসের নানা উপাদানকে একজন সমাজতাত্ত্বিক গবেষকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে কবিতায় রূপ দিয়েছেন তিনি। 'যুদ্ধ শেষে নারী', 'আপনি বলুন, মার্কস', 'মেয়েদের অ আ ক খ', 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে', 'বাণিজ্য', 'আমি সিন্ধুর মেয়ে', 'সিন্ধু দ্রাবিড়', 'আগুন বাহক', 'রক্ত চাই' ইত্যাদি কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। 'যুদ্ধ শেষে নারী' কবিতাটি 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। কবি দেখিয়েছেন ইতিহাসে যতগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তাতে সব থেকে বেশি পদদলিত হয়েছে নারীরাই। একজন রাজার কাছে যুদ্ধ জয় তার জীবনের সব থেকে সুখের মুহূর্ত হতে পারে, কিন্তু বিজিত শত্রুর প্রিয় নারীর পরিণাম হয় ভোগ্যবস্তুতে রূপান্তর। দেশে দেশে কালে কালে সংগঠিত পুরুষতন্ত্রের দ্বারা এই অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে। কবি তাই বলেন—

"যুদ্ধ হয় দেশে দেশে রাজায় রাজায়
শেল ঢোকে মেয়েদের রক্তাক্ত মাজায়।
যুদ্ধে আহত সেনা দেশের নায়ক
যুদ্ধে ধর্ষিত মেয়ে যেন মহাশোক।"[৯]

এই কাব্যগ্রন্থের শিরোনামাঙ্কিত কবিতাটিতে কবি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থানকে বুঝে নিতে চেয়েছেন। ভারতের ইতিহাস রচিত হয়েছে ঔপোনিবেশিক পশ্চিমাবিশ্ব ও জাতীয়তাবাদী স্বদেশী শিক্ষিত অভিজাতবর্গের দৃষ্টিকোণ থেকে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 458 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মননশীলতার উভয় ক্ষেত্রটিতেই ইতিহাস নিশ্চুপ থেকেছে নারীর প্রকৃত অবস্থান বিমোচনে। আসলে প্রথাগত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণও লিঙ্গ নিরপেক্ষ নয়। সেখানেও পুরুষতন্ত্রের জয়জয়কার। ফলে প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে আধুনিক নিয়েন্ডার্থাল মানবের সুদীর্ঘকালীন ইতিহাসে কোথাও নারীর অবস্থান বিবৃত হয়নি। ইতিহাস প্রণেতাদের পক্ষপাত মূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে নানাভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে কবিতাটিতে। মানব সভ্যতার বিবর্তনের ধাপগুলিতে জাভাম্যান, ক্রোম্যাগনন, নিয়েন্ডার্থাল মানব যারা প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়েছেন, সেই দ্বান্দ্বিকতায় কি সত্যিই নারীর কোন স্থান ছিল না! প্যালিওলিথিক এজ, স্টোন এজ কিংবা আয়রন এজ-এ আদি মানবেরা যেন সকলেই পুরুষ ছিলেন! যেন পুরুষ নিজেই ছিলেন জনক ও জননী অথবা লিঙ্গ ও জরায়ু! ঐতিহাসিকদের এই পক্ষপাত মূলক আচরণের নেপথ্যে ক্রিড়নক ভূমিকা পালন করেছে পুরুষতন্ত্রের লিঙ্গ নির্মাণ প্রক্রিয়া। যার বিরুদ্ধে কবির দৃপ্ত উচ্চারণ—

> “পূর্বপুরুষেরা একা একা, একা একা উত্তর পুরুষ
> উত্তর মানুষ নেই, পূর্ব নারী নেই আমাদের
> হিস্ট্রি তো শৌর্যবীর্যে ভরা ‘হিজ স্টোরি’
> সেই ইতিহাসে কোনও নারীর উল্লেখ নেই বলে
> আমরা বুঝেছি নারী ছিল না তখন।”[১০]

বিশ্ব মানব-মানবী, কিংবদন্তি চরিত্র— যারা কর্মের মাধ্যমে নন্দিত সেইসব মহামানবদের কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ করেছেন তিনি নারীবাদী তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো— ‘কবির প্রতি প্রশ্ন’, ‘আপনি বলুন, মার্কস’, ‘পূর্বজা: বেলা দাশগুপ্তকে’, ‘ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি’, ‘পূর্বজা: সিমন দ্য ব্যোভেয়ার’ ইত্যাদি। এইসব কবিতায় মল্লিকা সেনগুপ্ত কখনও বিনম্র চিত্তে তাঁদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, যাঁদের কর্মকাণ্ড নারী মুক্তি চিন্তায় সাযুজ্যমান; অন্যথায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। যেমন- ‘কবির প্রতি প্রশ্ন’ কবিতায় মল্লিকা সেনগুপ্ত মহাকবি কালিদাসের প্রতি সরাসরি প্রশ্ন বান ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। আসলে কালিদাস ‘তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী’ নারী রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাকে মেনে নিতে পারেননি মল্লিকা সেনগুপ্ত। আবহমান কাল ধরে শিল্প সাহিত্যে ভালোলাগা নারীর যে রূপ অঙ্কিত হয়েছে তা মূলত পুরুষতন্ত্রের মাপে নকশাকাটা। তাই আজও লক্ষ্মীমেয়ে বলতে পুরুষতন্ত্র শান্ত, ভদ্র, বাধ্য মেয়েকেই মনে করে; কিন্তু যে নারী তার অন্যথা অথবা মুক্তচিন্তার অধিকারী বা স্বাধীনচেতা, সে নারীকে পুরুষতন্ত্র কখনোই মেনে নিতে চায় না। সেই নারীর কথা পুরুষতন্ত্র কখনোই সাহিত্যের বিষয় করে তোলেননি। মল্লিকা সেনগুপ্ত তাই বলেন—

> “যাদের ফিগার অত মাপমত নয়
> যারা নারী বর্ণনার ওই ছক ছুঁড়ে ফেলে দিল
> যে নারীরা বিপরীতে রমন চেয়েছে
> যে নারীরা সঙ্গিনীর রতিতে বিভোর
> তাদের বর্ণনাযোগ্য শব্দ নেই তোমার কলমে
> অর্ধেক বুঝেছো তুমি মহাকবি, মেয়েদের অর্ধেক বোঝোনি।”[১১]

একইভাবে কটাক্ষ করেছেন ‘ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি’ কবিতায় ফ্রয়েডের প্রতি। ফ্রয়েড এককালে ‘পেনিস এনভি’ বা ‘লিঙ্গহীনতার হিংসা’ নামে একটি মনোসেক্সুয়াল তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। ফ্রয়েডের মতে ছেলেদের মতো লিঙ্গ নেই দেখে মেয়েরা একধরনের মানসিক অভাব বা হিংসা অনুভব করে। ফ্রয়েডের মতে মেয়েরা যখন শারীরিক পার্থক্য লক্ষ্য করে, তখন তারা মনে করে তাদের লিঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে। এই শঙ্কা তাদের মনে একধরনের জটিলতা তৈরি করে। ফ্রয়েড মনে করতেন, এই অভাববোধ থেকেই বাবার প্রতি মেয়েদের টান বেশি থাকে এবং মায়ের প্রতি রাগান্বিত মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও নারীবাদী সমালোচকেরা এই তথ্যকে পুরোপুরি পুরুষতান্ত্রিক বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মল্লিকা সেনগুপ্তের ‘ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি’ কবিতায় এই ভাবনারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 458 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"আজও আমি দ্বিধাহীন সম্পূর্ণ মানুষী
তৃতীয় বিশ্বের স্পর্শকাতর কালো মেয়ে
আজ থেকে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে
কে অধম কে উত্তম বাড়তি কে কমতি কোনটা—
এই কুট তুলনার মীমাংসা করবার ভার
আপনাকে কে দিয়েছে ফ্রয়েড সাহেব।"[১২]

এইসব সমালোচনার পাশাপাশি বিনম্র চিত্তে তাঁদের প্রতি আপন চিত্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন, যাঁরা নারী মুক্তি চিন্তায় অবদান রেখেছেন। 'পূর্বজা : সিমোন দ্য বোভোয়া', 'পূর্বজা : বেলা দত্তগুপ্তকে' এরকমই দুটি কবিতা। আমরা জানি নারীমুক্তি আন্দোলনে সিমন দ্য বোভেয়ার কথা। তাঁর চিন্তা-কর্ম নারীদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সমষ্টিগত আন্দোলন পর্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই বিষয়ে তার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' গ্রন্থটি। যেখানে তিনি মনে করেছেন 'নারী জন্মায় না, নারী হয়ে ওঠে'। মল্লিকা সেনগুপ্ত বোভেয়ার আদর্শকে পাথেয় করেই এগিয়েছেন। তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন—

"কখন যে তুমি উল্টে পাল্টে দিয়েছো
আমার মত শত সহস্র মেয়েকে
দীক্ষা দিয়েছো গণ্ডী ভাঙার মন্ত্রে
আমরা তোমার মশাল বাহক নাতনি
যদিও গণ্ডী ভাঙতে পারিনি সবটা
তোমাকে তবুও সেলাম পূর্ব জননী।"[১৩]

মল্লিকা সেনগুপ্ত বেশ কিছু কবিতায় লোকঐতিহ্য ও জনশ্রুতিকে তাঁর নারীবাদী তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন। 'বেতগাছ', 'ডাইনি', 'ডাইনিকে' ইত্যাদি কবিতায় কথা মনে করা যায়। ডাইনি প্রথা ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রামীণ ও আদিবাসী সমাজে প্রচলিত একটি নৃশংস সামাজিক ব্যাধি। এটি মূলত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিতে নিরীহ মানুষ, বিশেষ করে নারীদের যাদুবিদ্যার অভিযোগে নিপীড়ন বা হত্যা করা হয়। আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি শুধু কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বরং এর ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে লিঙ্গ বৈষম্য, সম্পদ দখল ও সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের রাজনীতি। লোকঐতিহ্যের আবরণে লুকিয়ে থাকা এই লিঙ্গ রাজনীতিকে কবিতায় তুলে ধরেছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। 'মেয়েদের অ আ ক খ' কবিতায় আরো কিছু লোক উপাদানকে তীর্যক ভঙ্গিতে ব্যবহার করেছেন নারীবাদ এর কথা লিখতে গিয়ে। কয়েকটি উদাহরণ—

"ঋ ঋতু বেলায় অশুচি নারী
অন্য সময় ঠেলবে হাঁড়ি"[১৪]
"ধ ধর্মের কল পুরুষ নাড়ে
ধর্ম ছুঁড়ে ভীষণ মারে"[১৫]
"শ শাখা সিঁদুর শাক ঢাকা মাছ
শয্যা শরীর শেকল গাছ"[১৬]

ইতিহাস, পুরাণ, লৌকিক উপাদানের সমন্বয়ে নারীবাদী ভাবনা প্রকাশেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি। সমসাময়িক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করেও তার কবিসত্তা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। তিনি যেখানেই নারীর উপর লাঞ্ছনা সংঘঠিত হতে দেখেছেন, সেই মুহূর্তেই তাঁর কলম প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা অহরহ ঘটেই চলছে। তার প্রকারভেদও বলে শেষ করা যাবে না। নানাভাবে নারীরা লাঞ্ছনার শিকার। গার্হস্থ্য সহিংসতা, শারীরিক নির্যাতন, মানসিক ও মৌখিক নির্যাতন, স্বামী কর্তৃক যৌন নির্যাতন, যৌতুক হয়রানি ও মৃত্যু, ধর্ষণ, শালীনতায় আঘাত, অপহরণ ও পাচার, এসিড হামলা, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, সাইবার অপরাধ, ইভ-টিজিং, বৈবাহিক ধর্ষণ, বাল্যবিবাহ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 458 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ইত্যাদি নানাভাবে নারীরা পুরুষতন্ত্রের আক্রমণের শিকার। দিনানুদিনের সেইসব ঘটনায় প্রতিবাদী হয়েছে মল্লিকা সেনগুপ্তের লেখনি। 'আমি গুর্জরি মুসলিম মেয়ে', 'গুজরাতি শিশুকন্যা', 'তহমিনা', 'জারিনা', 'মার', 'আমি ইমরানা', 'পুরুলিয়ার মেয়েটি', 'একটি মেয়ে', 'বৃষ্টি এলো ধর্ষণের ঘাটে', 'শহীদের মা', 'ধর্ষণের ঋতু', 'লাজবতী', 'খুনি' ইত্যাদি নারী নির্যাতনের প্রতিবাদস্বরূপ কয়েকটি কবিতা। 'বৃষ্টি এলো ধর্ষণের ঘাটে' কবিতাটিকে বিশ্লেষণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলো। এই কবিতায় কবি দেখিয়েছেন পৃথিবীর যেখানেই অশান্তি, উত্তেজনা, দাঙ্গা, যুদ্ধ শুরু হোক না কেন সবথেকে বেশি আক্রমণের শিকার হয়েছেন নারীরা। কবির ভাষায়—

"ইরাক থেকে ভিয়েতনাম
কাশ্মীর বা মাণিপুরের গ্রামে
দাঙ্গা লাগা আমেদাবাদে
সিপাহী বিদ্রোহে
যুদ্ধ শেষের কলিঙ্গ বা কুরুক্ষেত্রে
ধর্ষণের মহোৎসব লাগে।"[১৭]

এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মল্লিকা সেনগুপ্ত নারীর অবস্থান নির্ণয়ে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব করেননি। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি অথবা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পক্ষপাত গ্রহণের দৃষ্টান্ত তাঁর কবিতায় নেই। তাঁর কাছে বিশ্বব্যাপী একটাই শ্রেণি— নারী ও পুরুষ। গুর্জরি মুসলিম মেয়ে, তহমিনা, জারিনার কথা যেমন লিখেছেন; তেমনি লিখেছেন পুরুলিয়ার আদিবাসী মেয়ে, কাজের মাসি, ফুলন দেবীদের কথা। উচ্চ বর্গের অভিজাত পরিবারের মেয়ে অথবা বস্তি নিবাসী মেয়ের কান্না উভয়ই তাঁর কাছে সমান। তাঁর লড়াই নারীর স্বাধিকার অর্জনের লড়াই। তাই বলে তিনি পুরুষ বিদ্বেষী নন। তিনি সংগঠিত পুরুষতন্ত্রের বিদ্বেষী। যে পুরুষতন্ত্র শালগ্রামশিলা হয়ে মানবচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাঁর প্রতিবাদ সেই পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদের নিঃসঙ্গ-রিক্তপথে চলতে গিয়ে যখন যখন নারী শক্তির জয়লাভ দেখেছেন আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছেন। স্বপ্নকথার উদ্বেলিত সেইসব আনন্দ গোপন করেননি তিনি। সেসব ভাবনায় কখনই সাহিত্য রসের বিচ্যুতি ঘটেনি। মল্লিকা সেনগুপ্তের কৃতিত্ব এখানেই তিনি যখন নারীবাদী কবিতা লিখেছেন, সেগুলি আগে কবিতা হয়ে উঠেছে। ফলে কবিতার আখ্যানে নানান ঘটনার উপস্থিতি থাকলেও তাকে কখনই স্মার্ট সাংবাদিকতা বলে মনে হয়নি, শিল্পগুণান্বিত কবিতাই হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. সেন, নবেন্দু (সম্পা.), পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, নবেন্দু ২০১২, রত্নাবলী, কলকাতা, পৃ. ৪১৪
২. তদেব, পৃ. ৪১৩-৪২৬
৩. মল্লিকা সেনগুপ্ত কবিতা সমগ্র, ২০১২, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ৬৩৩
৪. ভূমিকা, মল্লিকা সেনগুপ্ত কবিতা সমগ্র, ২০১২, আনন্দ, কলকাতা
৫. মল্লিকা সেনগুপ্ত কবিতা সমগ্র, ২০১২, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ৩৬২
৬. তদেব, পৃ. ৯০
৭. তদেব, পৃ. ২০৬
৮. তদেব, পৃ. ২৪৮
৯. তদেব, পৃ. ৩৭৫
১০. তদেব, পৃ. ৩৬১
১১. তদেব, পৃ. ৩৭৮
১২. তদেব, পৃ. ১৪২
১৩. তদেব, পৃ. ৫১২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 58
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 458 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৪. তদেব, পৃ. ১৯৯
১৫. তদেব, পৃ. ২০১
১৬. তদেব, পৃ. ২০২
১৭. তদেব, পৃ. ৪৭৪